২০০৯ সালে ফিলিস্তিনের গাজায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মসজিদে আল কায়েদার মুজাহিদদের উপর হামাসের নির্মম হামলার রক্তাক্ত বিবরণ ...

ফিলিস্তিনের একটি নিভে যাওয়া প্রদীপের গল্প

আবু সাঈদ আল-মুহাজির

মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত

১৪ আগস্ট ২০০৯ সালে ফিলিস্তিনের গাজায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মসজিদে আল কায়েদার মুজাহিদদের উপর হামাসের নির্মম হামলার রক্তাক্ত বিবরণ...

ফিলিস্তিনের একটি নিভে যাওয়া প্রদীপের গল্প

মূল

আবু সাঈদ আল-মুহাজির

অনুবাদ

মাওলানা হামিদুর রহমান

ভূমিকা

কি ঘটেছিল রাফাহ'র শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মসজিদে?

ফিলিস্তিনের গাজা ভুখণ্ডে এবং বিশেষভাবে রাফাহ শহরে ২০০৯ সালের ১৪ই আগষ্ট মোতাবেক ১৪৩০ হিজরীর ২৩শে শাবানের শুক্রবার দিনটি ছিল একটি বিশদ দিন। কেননা সেদিন গাজার ক্ষমতাধর হামাস সরকারের পক্ষ থেকে মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যাতে আক্রমণ করার ঘটনা ঘটেছিল। এবং মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ইমাম শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা কর্তৃক জেরুজালেমের বুকে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেছিল সালাফি ও জিহাদি দলগুলোর একটি জোট, যাদের নেতৃত্বে ছিল জুন্দ আনসারুল্লাহ'র জামাতটি। সেই সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে ডঃ শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা, জুন্দ আনসারুল্লাহ্ জামাতের আমির শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজির আস-সুরী এবং তাঁদের কিছুসংখ্যক অনুসারী শহীদ ও আরো কিছুসংখ্যক বন্দি হন। এবং সেই ঘটনায় ও ঘটনার পরেও সকল সালাফিদের নিশানা বানানো হয়। এই ঘটনার দ্বারা-ই সালাফি ধারা ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয়ে যায়, ফিলিস্তিনে যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে হামাস।

হামাস তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী যে কাউকে বা তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনার বাইরে চলা যে কোন দলকে কিংবা ইসরাঈলের সাথে সংঘটিত তাদের যুদ্ধনীতির চুক্তিতে অরাজকতা সৃষ্টিকারী সকলকে নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকে ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে খুব কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হচ্ছিল। আর জুন্দ আনসারুল্লাহ জামাতটি এই যুদ্ধনীতির চুক্তি লংঘন করেছে এমন একটি অপারেশনের মাধ্যমে, যা মিডিয়ায় তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করেছিল। যা হামাসকে গাজা নিয়ন্ত্রণকারী দল হিসাবে এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কোন ধরণের হামলা না চালানোতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কারণে ইহুদিবাদী শত্রুদের সামনে একটি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। তাই হামাস এ জামাতের সদস্যদের গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ আরোপ করার মাধ্যেমে এ জামাতকে কোণঠাসা

করে রাখা ও দমন করে ফেলার হীন প্রচেষ্টায় রত হয় এবং গাজা ভুখণ্ডে সালাফিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দিয়।

সুতরাং যে সকল মসজিদগুলো এমন সালাফিগণ পরিচালনা করতেন, যাদের উপস্থিতি হামাসের দৃষ্টিতে তাদের রাজনীতির জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল, সে সকল মসজিদ ও দ্বীনি মাদরাসাসমুহ যেমনঃ "মাদরাসায়ে সাআ'দ" কে তারা উৎখাত ও অপসারণ করা শুরু করে। মসজিদ ও মাদরাসাসমূহের অপসারণের এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকাবস্থায় তার-ই ধারাবাহিকতায় এই দুর্গতি একপর্যায়ে রাফাহ শহরের ইবনে তাইমিয়্যাহ মসজিদ পর্যন্ত পৌছে যায়। এই মসজিদের দায়িত্বে ছিলেন ডঃ শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা। সেখানকার সালাফি ধারার ভেতর তাঁর আওয়াজ-ই ছিল গ্লোবাল জিহাদি আন্দোলনের পক্ষে সবচে' উচ্চকণ্ঠ। এবং তিনিই হামাস কর্তৃক কুফরি গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করার কারণে এবং মাহমুদ আব্বাস আল বাহায়ীকে বৈধ রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার কারণে হামাসের লোকদের মধ্যে যারা হামাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল তাদেরকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেওয়ার মাধ্যমে হামাসের ক্রোধকে উত্তেজিত করেছিলেন।

সালাফি ধারা এবং সালাফি মুজাহিদদের প্রতি কৃত হামাসের আক্রমণকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে (জুন্দ আনসারুল্লাহ্ ও শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা) উভয় পক্ষেরই সম্মত হওয়ার পেছনে হামাস কর্তৃক জুন্দ আনসারুল্লাহ্ জামাতকে কোণঠাসা করে রাখা, তাঁদের আমিরকে অপহরণ করে মিশরের কাছে হস্তান্তর করতে চেষ্টা করা এবং শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা থেকে মসজিদকে মুক্ত করার প্রয়াস চালানোর একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। যখন সবাই দেখেছিল যে, জাইশুল ইসলাম হামাস কর্তৃক তার পুলিশ ও সামরিক উইং আল কাসসাম ব্যাটেলিয়নের দ্বারা কি ধরণের জুলুমের শিকার হয়েছিল তখন সকলেই সম্মতি প্রকাশ করেছিল যে, হামাস যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার কাছে কেউ নতি স্বীকার করবে না। এবং হামাসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবে ও সালাফি মুজাহিদদের বিক্ষিপ্ততাকে ঐক্যবদ্ধতায় রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জেরুজালেমের বুকে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। যার আমির হবেন ডঃ শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা এবং জুন্দ আনসারুল্লাহ্ জামাত তার সমর্থনে

এবং নতুন আমিরের হাতে বাইআ'ত প্রদানে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করবে। তবে ঘোষণা দেওয়ার পর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতা ও বিশিষ্টজনদের নেতৃত্বে স্থাপিত সন্ধি ও মধ্যস্থতাকে বাতিল করে হামাস সশস্ত্র হামলা করে শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা এবং জুন্দ আনসারুল্লাহ্ জামাতের আমির শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজিরকে শহীদ করে ফেলে, মসজিদকে জবরদখল করে নেয়, কয়েক ডজন সালাফি যোদ্ধাকে নিহত ও বন্দি করে এবং পরবর্তীতে হামাস সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে ঘোষিত এই ইসলামী ইমারতকে বিনাশ করে দেয়। যদিওবা এই স্বপ্নের ইসলামী ইমারতের প্রাসাদ নির্মাণের বাসনা হৃদয়ে আজো প্রোথিত রয়েছে, যা বুকে লালন করে আসছে গাজার বহু সালাফিগণ এবং তাদের পিছনে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানগণ।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীন" এই সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজির থেকে। তিনি ঘটনার দিন "শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মসজিদে" উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখ আবুন নূর আল মাক্বদিসী[1] ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজির[2] উভয় শাইখেরই সোহবত লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন।

---

[1] শাইখ মানুষের কাছে "শাইখ আব্দুল লাতিফ মুসা" নামে পরিচিত ছিলেন। শাইখ ফিলিস্তিনের গাজাতে ১৯৫৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১১ বছর বয়সে মাধ্যমিক পড়া শেষ করেন। এরপর মেডিসিন বিষয় ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে Faculty of Medicine of Alexandria University তে ডক্টর ও শিক্ষক হিসাবে জয়েন করেন। সেখানে তিনি শাইখ সাঈদ আব্দুল আযিম, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল মুকাদ্দিম, শাইখ আহমাদ ফারিদ, এবং শাইখ হামদ ইবরাহীম এর কাছে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন।

তারপর তিনি গাজাতে খান ইউনুস শহরে Ahl Al Hadith Al Sharif Centre এ ৫ বছর হাদিস বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। খান ইউনুস শহরে 'আহলুস সুন্নাহ মসজিদে' ১৫ বছর খতিব ছিলেন, এরপর 'Nour Ala Al Hadoud মাসজিদে' ১৮ মাস খতিব ছিলেন, মাসজিদটি ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর হামলায় ২০০৬ সালে ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি 'শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদ' এ ইমাম ও খতিব ছিলেন শহীদ হওয়ার আগপর্যন্ত। তিনি Medicine of the Rafah Martyrs Medical Centre এর পরিচালক থাকা অবস্থাতে তিনি পাশাপাশি মসজিদগুলোর খেদমতে ছিলেন।

শায়েখ ফিলিস্তিনের বড় মুফতি ছিলেন, শায়েখ কিছু ফতওয়ার কিতাব লিখেন। শাইখ বেশ কিছু কিতাবাদি লিখেছেন, যা জ্ঞানী সমাজে বহুল গ্রহণযোগ্য, তার কিছু নিম্নে দেওয়া হল-

الصوفية في ميزان الكتاب والسنة

الطريق السوي في اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام

صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

البـيِّـنـة - 30 سؤالاً وجوابًا في باب الجهاد

الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإيمان

নিচের লিংক থেকে কিতাবগুলো ডাউনলোড করুন-
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_14218.html

শাইখের অসংখ্য অনুসারী ও ভক্ত তৈরি হয় ফিলিস্তিনসহ গাজার রাফাহ এলাকাতে, কয়েক হাজার তরুন শাইখের ইবনে তাইমিয়া মসজিদে জুম্মা পড়তে জড়ো হতেন। শাইখের সাথে আল কায়দার মুজাহিদদের সম্পর্ক ছিলো, শাইখ আল কায়দার মানহাজ অনুসরণ করতেন। আল কায়দার শাইখ আসেম মাকসিদির (হাফিজাহুল্লাহ) সাথে সম্পর্ক রাখতেন। রাফাহ'তে কয়েক শতাধিক (প্রায় ৫০০) আল কায়দার অনুসারী মুজাহিদ তৈরি হলে জুন্দ আনসারুল্লাহ নামে ২০০৮ সালের নভেম্বরে দল গঠন করা হয়।

[2] শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল মুহাজির নামে আল কায়েদার দুইজন শাইখ রয়েছেন। একজন জুন্দ আনসারুল্লাহর সামরিক কমান্ডার শাইখ খালেদ বানাত রহঃ, ইনি সিরিয়ান। আরেকজন হচ্ছেন শাইখ আবুল আফগান আল-মিসরি রহঃ, তিনি

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ কেমন আছেন শাইখ! হে মহান শাইখ আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন!

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হে সম্মানিত ভাই আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! এবং আপনার কাজে ও মানুষদের সামনে আপনার সত্য ঘটনা তুলে ধরার প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন!

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ সম্মানিত শাইখ! সংক্ষেপে হলেও এ সাক্ষাৎকারটিতে আমরা শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজির রহঃ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ তিনি হচ্ছেন শহীদ শাইখ খালেদ বানাত, তিনি আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজির[3] উপাধিতে ভূষিত ও গাজায় তিনি 'সুরী' (সিরিয়ান) বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের চল্লিশটি বছর জিহাদ করে ছিলেন। তিনি বসনিয়ায় জিহাদ করেছেন এবং আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় সেখানেও জিহাদ করেছেন এবং শীশানে শহীদ খাত্তাব রহঃ এর সাথে একসাথে জিহাদ করেছেন ও উভয়ে একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন, যারা সুদানে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহঃ এর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। তেমনিভাবে তিনি শহীদ শাইখ আবু হাফস আল মিছরীর হাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় গিয়ে সেখানে 'আল কাসসাম বিগ্রেড' কে প্রশিক্ষণ দান করেন। এরপর তিনি গাজায় গমন করে 'আল কাসসাম বিগ্রেড'কে সেখানেও প্রশিক্ষণ দান করেন। তিনিই গাজার ব্যাটালিয়নসমূহকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেসময় শাইখের নিকট হামাসের আসল চেহারা ও তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্পষ্ট হয়নি। অবশেষে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছে। অতঃপর যুদ্ধের আগে ও পরে গাজায় ইহুদীরা হাজার হাজার মুসলমানদের শহীদ করা সত্ত্বেও তারা ইহুদীদের সঙ্গে

সিরিয়ান আল কায়েদা শাখা জাবহাতুন নুসরাহ ও পরবর্তীতে জাবহাত ফাতহুশ শামের মুফতি ছিলেন, ইনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন।

[3] শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল মুহাজির রহঃ এর দুটি অডিও বার্তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। শাইখের অন্য কোন রিসালাহ, বই ও ভিডিও আমরা খুঁজে পাইনি। নিম্নে অডিও দুটির লিংক দেওয়া হল-

১- https://archive.org/details/almhajer

২- https://archive.org/details/esdr2

যুদ্ধনীতির চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারপর থেকে শাইখ (হামাসকে রেখে) একাই জিহাদ করতে মনস্থ করলেন ও নিজের দল "জুন্দ আনসারুল্লাহ্" প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই হচ্ছে শাইখের জীবন-বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত কিয়দংশ। আমরা যদি বলতে চাই তাহলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ আপনি যদি আমাদেরকে এই দল ও দলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বলতেন?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ জুন্দ আনসারুল্লাহ্ দলটি সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সংক্ষেপে তার পরিচয় হচ্ছে: তা এমন একটি জিহাদি জামাত যা কাজ করে থাকে ফিলিস্তিনে শরিয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য, মুসলমানদের ভূখণ্ডগুলোকে মুক্ত করার জন্য এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিরক্ষা করার জন্য ও মুসলিম বন্দি নারী-পুরুষদেরকে মুক্ত করার জন্য। এই জামাত একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল যার ভেতর আমাদের আকিদা-মানহাজ বর্ণনা করা হয়েছে ও সেটা গাজার মসজিদসমূহে বিলি করা হয়েছে।

এ জামাতের মুজাহিদদের সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে ই'দাদ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। শাইখ আবু আব্দুল্লাহর যে দক্ষতা ছিল তা আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল; কেননা আমরা গাজার বাইরে ফিলিস্তিনি সংগঠনের ন্যায় অনুশীলন করতাম।

এই জামাত সর্বপ্রথম যে সামরিক অপারেশনটি সম্পাদন করছে তা হচ্ছে "বালাগ অভিযান"।[4] যেখানে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা ঐক্যবদ্ধভাবে পূর্ব গাজার ঔপনিবেশিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে শাইখ অভিযানের ধাপগুলো কমপ্লিট না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

---

[4] জুন্দ আনসারুল্লাহর মিডিয়া বিভাগ জান্নাহ মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০০৯ সালে "গাজওয়াতুল বালাগ" নামে একটি ভিডিও রিলিজ করা হয়, যাতে যোদ্ধাদের ট্রেনিং ও ইহুদীদের উপর চালানো বেশ কিছু অপারেশনের ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয়। নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড করতে পারেন-

https://archive.org/details/Ghazwat-Albalagh-Ansar-allah

https://archive.org/details/blaag

এই অভিযানটিতে শাইখ ও শাইখের সঙ্গীদের থেকে অনন্য ও অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তখন শাইখ রহঃ ও তাঁর সেই বড় ছেলে যার বাগদানের এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়নি ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের একটি দল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পূর্ব গাজার বর্ডারে আক্রমণ করেছিলেন ও কাঁটাতার পর্যন্ত পৌছে তা বিস্ফোরিত করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন ইহুদীদের একটি জিপ গাড়ি এগিয়ে এলে শাইখ নিজে তা RPG ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা উড়িয়ে দেন ও তার ভেতর যারা ছিল সকলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তখন শাইখ পিছনে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে সকল সঙ্গীরা নিরাপদে পিছনে সরে আসেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআ'লার ইচ্ছা ছিল যে, যে সকল পিকআপগুলো মুজাহিদদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তার পিছন সারির একটি পিকআপে একটি মিসাইল পড়বে; ফলে তিনজন ভাই শাহাদাত বরণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোআ' করি যে, তিনি তাদেরকে কবুল করে নিন।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ আমরা আপনাদের সর্বশেষ বিবৃতি পর্যবেক্ষণ করেছি। তাতে পেলাম আপনারা আলোচনা করছেন যে, আপনারা হামাসের পক্ষ থেকে কিছু হয়রানির সম্মুখীন হয়েছেন। দয়া করে যদি আপনি আমাদেরকে হামাসের হয়রানি ও বালাগ অভিযান থেকে ফিরার পথে আপনাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু বলতেন?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, বালাগ অভিযান থেকে ফিরার পর হামাস মুজাহিদদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে ও তাদের থেকে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি অস্ত্রশস্ত্র ও তিনটি ঘোড়া হাতিয়ে নিয়ে গেছে। যার বাজারমূল্য ছিল একলক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) ডলার। আমাদের জামাত এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ উক্ত অভিযানটি ছাড়াও কি আপনাদের আর কোন কার্যক্রম ছিল?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, শাইখ ও মুজাহিদগণ গাজা যুদ্ধের সময় ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন এবং শাইখ ইহুদীদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বড়বড় অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন; কিন্তু (আগে-পরে হামাসের হাতে) জামাতের বিরাট সংখ্যক মুজাহিদের শাহাদত বরণ ও উক্ত ঘটনাটি সেই ইচ্ছার মাঝে অন্তরায়

হয়ে দাঁড়ানোর দরুণ তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। একমাত্র আল্লাহই আমাদের সাহায্যস্থল।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ এতক্ষণে আমরা মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার আলোচনায় পৌছলাম। আসলে সঠিকভাবে সেখানে কি ঘটেছিল?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হে সম্মানিত ভাই! আমার উচিত মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ঘটনাটি হচ্ছে হামাস কর্তৃক গাজার জামাত ও সালাফীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ষড়যন্ত্রের অধ্যায়সমূহের মধ্য থেকে কেবল একটি অধ্যায়। সেক্ষেত্রে বালাগ অভিযান সম্পন্নকারী ভাইদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার পর থেকে হামাস ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহর মাঝে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। তারা শাইখকে বলেছে, "আমরা আপনাকে অস্ত্র (ফিরিয়ে) দিতে চাই, কিন্তু এই শর্তে যে, আমরা আপনার সাথে বসব এবং আপনি সাময়িক যুদ্ধবিরতি নীতিমালা এবং সামরিক পদক্ষেপের নিম্নমুখী সীমাবদ্ধতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন"। তখন শাইখ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তাদের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা চলতে চলতে আমরা ২০০৯ এর জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত এসে পৌছি। তখন হামাস 'খান ইউনিস' শহরে দাহলান পরিবারের একটি অনুষ্ঠানে বোমা হামলার ঘটনার দ্বারা ফায়দা লুটে। তারা খান ইউনিস শহরের শাথ টাওয়ারে আমাদের জামাতের একটি অ্যাপার্টমেন্টকে ঘিরে রেখে মুজাহিদদের এই অভিযোগে গ্রেফতার করতে চেয়েছিল যে, তাঁরাই অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। অথচ হামাস নিশ্চিতভাবে জানে যে, তাদের লোকেরাই এই হামলাটি ঘটিয়েছে এবং হামাস এও জানে যে, এই এপার্টমেন্টটি মুজাহিদদের; বরঞ্চ শাইখ সেখানেই তাদের মূল মূল বিষয়গুলোকে প্রশিক্ষণ দিতেন। তথাপি তারা জনমতকে বিভ্রান্ত করেছিল ও ভেতরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল; কিন্তু মুজাহিদগণ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন ও বললেন, এ এপার্টমেন্টে কেবল মুজাহিদদের সরঞ্জামাদি রয়েছে এবং এগুলোই তাঁদের সম্বল। এবং মুজাহিদগণ তাদেরকে এই হুমকি দেন যে, "তারা অ্যাপার্টমেন্ট অনুপ্রবেশের জন্য বেশি প্রচেষ্টা চালালে মুজাহিদিন হামাস অনুগামী জাতীয় নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে নিজেদেরকেও উড়িয়ে দিবে"। তখন তারা ভিতরস্থ লোকদেরকে

নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য সবদিক থেকে বিভিন্ন উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। পরিশেষে মুজাহিদগণ এপার্টমেন্ট থেকে নিজেদের (কারামাত) অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সেখান থেকে সসম্মানে বেরিয়ে চলে আসে এবং হামাস তাতে প্রবেশ করতে পারেনি। শহীদ হুসাইন ত্বাআ' রহঃ, যিনি ছিলেন অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত ভাইদের একজন তিনি বলেন, আমরা টাওয়ার থেকে অবতরণের সময় অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন, "আপনারা আমাদের বাহু, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টটি যে আমরা ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়"। এর একদিন পর হামাস দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ও সেখানে বিদ্যমান সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে, যার বাজারমূল্য ছিল ষাট হাজার (৬০,০০০) ডলার। এতে শাইখ ভীষণ রাগ হন এবং কতিপয় আল কাসসাম বিগ্রেডের নেতাদের হুমকি প্রদর্শন করেন।

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ যখন বালাগ অভিযানের পূর্বে হামাসের সাথে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজ করতেন তখন হামাস যা করেছিল আমি হয়তবা আপনাদেরকে তা বলতে ভুলে গিয়েছি। সে সময় মুজাহিদগণ ইহুদীদের লক্ষ্য করে একটি বিরাট সুরঙ্গ খনন করেছিলেন। বিষয়টি হামাস নেতা 'জা'বরী' জানত। তখন পুলিশ ও হামাস অনুগামী জাতীয় নিরাপত্তাকর্মীরা সুরঙ্গটি ধ্বংস করে ফেলে এবং মুজাহিদদের প্রহার করে ও সুরঙ্গের সরঞ্জামাদি ভেঙ্গে ফেলে এবং বিষয়টি বলাবলি না করার জন্য শাইখকে অনুনয় করে ও বলে, "যেন তা হামাসের ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করার মতো কারণ হয়ে না দাড়ায়"।

অতঃপর মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ঘটনার কয়েকদিন আগে তাদের এ দুরাবস্থার আরো ক্রমোন্নতি ঘটে। এমনকি তারা শাইখ আবু আব্দুল্লাহকে রাফাহ'তে তার বাড়ী থেকে অপহরণ করে মিশরকে হস্তান্তর করতে চেয়েছিল; কিন্তু আকস্মিকভাবে তারা শাইখের সঙ্গীদের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় শাইখকে অপহরণ করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেদিনই তারা আমাদের জামাতের আরেক ভাইকে ইহুদীদের প্রহরা ঘাঁটি থেকে ফিরার সময় অপহরণ করে তার সরঞ্জামাদি হাতিয়ে নেয়।

এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, এপার্টমেন্ট অবরোধের দিন কতিপয় আল কাসসাম নেতা শাইখ আবু আব্দুল্লাহর সাথে বসতে চেয়েছিল; কিন্তু শাইখ তা প্রত্যাখ্যান করে

দেন। তারপর তারা শাইখের পরিচিত আল কাসসামের একজন প্রশিক্ষক আবু ওমরের মাধ্যমে শাইখের নিকট প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তখন শাইখ সম্মত হন। সেখানে শাইখ ও আবু ওমরের সাথে আসা এক আল কাসসাম নেতা রায়েদ সা'দের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল তা হচ্ছেঃ "আল কাসসাম আপনাকে এলাকায় কাজ করার জন্য কেন্দ্র, সরঞ্জামাদি ও আপনি যা চাইবেন তাই দিবে, তবে শর্ত এই যে, আপনাকে হামাসের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও যুদ্ধনীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে"। তখন শাইখ তা প্রত্যাখ্যান করেলেন। আলোচনার শেষে রায়েদ সা'দ শাইখকে বলল, "আমরা আপনাকে হামাসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একটি বার্তা জানাতে চাই, যার সারমর্ম হচ্ছে: আমরা আপনাদের দলকে যে কোন উপায়ে শেষ করতে চাই। আর ইখওয়ান নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আরেকটি বার্তা জানাতে চাই, যার সারমর্ম হচ্ছে: তারা কিছুতেই আল কায়েদাকে গাজায় কাজ করার অনুমোদন দেবে না"। তখন শাইখ তাদেরকে এই বলে জবাব দিলেন যে, "আল কায়েদা যখন কোথাও কাজ করে তখন সে ইখওয়ানের কাছ থেকে অনুমতি তালাশ করে না; বরং তাদের সকল শর্তসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এবং বললেন যে, আমরা গাজায় প্রবেশ করেছি শূন্যহাতে এবং আল্লাহর সাহায্যে অচিরেই আমরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাব"।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ঘটনাটির সূচনা কিভাবে হয়েছিল?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার মসজিদে শাইখ আবুন নুরের একটি স্থায়ী দরস থাকত। এবং সেই রক্তাক্ত শুক্রবারের আগের ক্লাসে তিনি ঘোষনা করেন যে, আগামী জুমআ'য় মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যা থেকে ইমারত ঘোষণা করা হবে এবং তিনি এও ঘোষণা করেন যে, সেদিন খুতবা প্রদান করা হবে 'ইসমাইল হানিয়া সরকারের প্রতি সোনালী উপদেশ' এই শিরোনামে।

খুতবাটি পর্যালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে তা যুবকদেরকে খুতবা চলাকালীন মসজিদে অবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করায় তা যুবকদেরকে আকস্মিকভাবে সেই রণকৌশলের সম্মুখীন করে দেয় যা আমাদের জামাত শুক্রবার বিকেলে শুরু করেছে।

অথচ হামাসের সাথে কোন ধরণের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কথা তাদের কল্পনায়ও ছিল না।

স্বভাবতই শুক্রবারের আগের রাতে হামাস অনুগামী জাতীয় নিরাপত্তাকর্মীরা আমাদের জামাতের একজন জিম্মাদার শাইখ আবু মুআ'জ এবং তার ডেপুটিকে রাফাহ'র একটি চেকপয়েন্ট থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শাইখও আইনী কার্যধারা হিসাবে তাদের সাথে গিয়েছিল এই ভিত্তিতে যে, তারা তাঁদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিন্তু শাইখকে বিস্মিত করে যে, সদর দফতরে তারা তাদের শাইখদের একজনকে নিয়ে এসেছে শাইখের সাথে কথা বলার জন্য। তখন তারা উভয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন ব্যতিত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করার হুকুম নিয়ে পরস্পরে বিতর্ক করলেন। অতঃপর যখন ফজরের নামাজের সময় হয়ে যায় তখন শাইখ আবু মুআ'জ তাদের সাথে নামাজ পড়েন; কিন্তু এরপর তারা আকস্মিকভাবে শাইখকে তার বিস্ফোরক বেল্ট খুলে ফেলার জন্য নির্দেশ দেয়। শাইখ অস্বীকার করলে তারা শাইখের প্রতি গুলি ছোড়া শুরু করে, যা শাইখের বুকে এসে লাগে। তারপর তারা শাইখ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে গাজা বন্দীশালায় নিয়ে যায়।

অতঃপর শুক্রবার সকাল ঠিক আটটায় এক ভাইকে তারা তাঁর মোটরসাইকেলে আরোহণ করা অবস্থায় ঘেরাও করে ও বৃষ্টির ন্যায় তার প্রতি গুলিবর্ষণ করে, যা সবই তাঁর মোটরসাইকেলের ওপর দিয়ে যায় এবং আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি বেঁচে যান।

আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে হামাসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ফাতহী হামাদ' এবং তার পূর্বে থেকে জাব'রী রাফাতে অবস্থান করেছিল। সেখানে তাদের মাঝে ও আল কাসসাম নেতাদের মাঝে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে তারা দুজন আল কাসসামকে অনুপ্রাণিত এবং অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত করেছিল। যার দ্বারা বুঝে আসে যে, এ হত্যাকাণ্ডটি পুরোপুরিই পূর্বপরিকল্পিত ছিল। তাছাড়া আল কাসসাম শুক্রবার ফজরের পর থেকেই মসজিদ অভিমুখী সড়ক ও ক্রসিংগুলোকে অবরোধ করে রেখেছিল এবং আশপাশের ভবনগুলোতে তাদের স্নাইপারগুলো তাক করে রাখা হয়েছিল। সকালবেলা আমাদের কিছু মুজাহিদও মসজিদের চতুর্পাশ্বের ভবনগুলোতে আরোহণ করেছিলেন। তখন আল কাসসাম

আমাদের ভাইদের নিকট তাদের নাসের বিগ্রেডের একটি প্রতিনিধিদলকে এই মর্মে প্রেরণ করল, যার সারমর্ম হল: "আপনারা ভবনগুলো থেকে নিচে নেমে আসুন; আল কাসসাম অচিরেই সড়ক থেকে সরে পড়বে"। তখন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ তাতে সম্মত হলেন; কিন্তু আল কাসসাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করল বরঞ্চ আগের চেয়ে আরে বেশি অগ্রসর হয়।

শাইখ তাঁর খুতবা দিয়ে মসজিদের ধারে তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। যখন তিনি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন এবং মুজাহিদগণ মসজিদে প্রবেশ করেছিল ও তাতে বসেছিল তখন তারা জানত না যে, হামাস তাদের জন্যে কি পরিকল্পনা করে রেখেছে।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ অতঃপর সংঘর্ষ ও মসজিদে গুলি ছোড়া কখন শুরু হয়েছে?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ আসরের কিছুক্ষণ পূর্বে আল কাসসাম সদস্যরা মসজিদে গুলি ছুড়তে শুরু করে। তখন শাইখ আবু আব্দুল্লাহর ডেপুটি শহীদ আবু তারেক তাদেরকে মসজিদের মাইক দ্বারা আল্লাহকে ভয় করার ব্যপারে নসীহত করতে থাকেন। অতঃপর আসরের সময় হয়ে গেলে শাইখ আবুন নূর আল মাক্বদিসী মসজিদে এসে মসজিদে অবস্থানরত লোকদের নিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। এদিকে হামাস সদস্যরা লোকদেরকে নামাজ পড়তে মসজিদে যেতে নিষেধ করছিল। কেননা তারা মসজিদকে ঘিরে রেখেছিল এবং তারা মসজিদ থেকে একশো মিটারের চেয়ে বেশি দূরে ছিল না। আমরা তাদেরকে বলছিলাম, "হে হামাস সদস্যরা! নামাজে এসো"; কিন্তু তারা আমাদের কথা মানেনি। মুজাহিদগণ আসরের নামাজ পড়ার পর শাইখ আবুন নূর আল মাক্বদিসী তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলেন ও তাঁর সাথে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজিরও ছিলেন।

কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই হামাস অতর্কিতভাবে চারটি জিপ গাড়ির মাধ্যমে মসজিদে প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ করেছিল। যেগুলোর ওপর ছিল দোশাকা, হেভি মেশিনগান ও RPG ক্ষেপণাস্ত্র।

মুজাহিদগণ তাদেরকে যতই আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন ও আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছিলেন; কিছুতেই তারা বিরত থাকছিল না। তখন মুজাহিদগণ আগ্রাসীদের থেকে নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ও উভয়দিক থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল এবং তা ক্রমাগতভাবে চলতেই থাকে; একপর্যায়ে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মসজিদে অবস্থানরত সমস্ত তাওহীদবাদীকেই নিঃশেষ করে দেওয়া।

মসজিদে প্রচুর পরিমাণে আক্রমণ করা হয়েছিল। ফলে ভাইয়েরা আহত যুবকদের বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল কাসসামের সাথে সমন্বয়ে এসেছিলেন ও তারা তাতে সম্মতিও দিয়েছিল। কিন্তু তারা আহত ভাইদের পায়ে গুলি করে ও তাদের এক বিরাট অংশকে যাদের সংখ্যা পাঁচ হবে; হত্যা করে ফেলে। আমাদের হতবাক হয়ে যাই।

কতিপয় মুজাহিদীন তখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন ও অনেকে করেননি। গণহত্যা অবিরাম চলতে থাকে। তারা পরদিন সকালবেলা মুজাহিদদের সরঞ্জামাদি শেষ যাওয়ার আগপর্যন্ত মসজিদে গুলি ও গোলাবর্ষণ চালিয়ে যায়। সুতরাং কেউ শহীদ ও কেউ গ্রেফতার হয়েছেন।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ শাইখ আবুন নূর আল মাক্বদিসী ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহাজিরকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ মসজিদে হামলার সমান্তরালে শাইখের বাড়িকেও তারা ঘিরে ফেলে এবং তাতে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করে; কিন্তু শাইখের সঙ্গীরা হামলার প্রতিরোধ করে এবং এ সংঘর্ষ প্রায় আধা দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আল কাসসাম যখন ভিতরে ঢুকতে ব্যর্থ সাব্যস্ত হল তখন তারা বিস্ফোরণে পরিপূর্ণ বড় বড় ড্রাম এনে শাইখের বাড়ির নিচে রেখে তা বিস্ফোরিত করে দেয়। আল্লাহর ইচ্ছায় এতে ভবনের অর্ধেক ধ্বসে পড়ে এবং উভয় শাইখ বেরিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যায় ও পাশের বাড়িটিকেও তারা উড়িয়ে দেয় । ফলে সেখানকার সকল মুজাহিদীনই শাহাদাত বরণ করেন। তারা হচ্ছেন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্, শাইখ আবুন নূর ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহর সাথী শহীদ খাত্তাব এবং শাইখ আবু আব্দুল্লাহর ডেপুটি আবু তারিক। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, হামাসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতহী হামাদ শাইখ আবুন নূরের হত্যার আগপর্যন্ত রাফাহ'র দিওয়ারুন

নাজমা এলাকায় অবস্থান করে ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণ করছিল। অতঃপর শাইখের শাহাদাতের পর সেখান থেকে ফিরে এসেছে।[5]

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ তারা কি কারাগারে বা হসপিটালে মুজাহিদদের প্রতি নির্যাতন করেছে?

---

[5] ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদে শাইখের প্রদত্ত বয়ানের ভিডিও-
https://archive.org/details/APO-NOOR

নুখবাতুল ফিকর কর্তৃক বিশাল ডকুমেন্টারি সংকলন-
https://archive.org/details/Masjd-Abn-Timia

ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদের ট্র্যাজেডি নিয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংকলন-
শাইখ আব্দুল লতিফ মুসার শাহাদাত বরণের পরের ভিডিও-
http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatef2_512kb.mp4

শাইখ আব্দুল লতিফ মুসার জানাজা ও দাফনের ভিডিও-
http://www.archive.org/download/ta84000/jnaza_512kb.mp4

মুজাহিদদের উপর হামাসের মসজিদে হামলা করার ভিডিও-
https://goo.gl/cLf2Yh

গুলিবিদ্ধ মসজিদের ভিডিও-
http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatdf_512kb.mp4

আল জাজিরা'র নিউজ-
http://www.archive.org/download/ta84000/jzera1_512kb.mp4

বিবিসি'র নিউজ-
http://www.youtube.com/watch?v=_313qw9uLwA
http://www.archive.org/download/ta84000/bbc_512kb.mp4

রাশিয়ান চ্যানেলের নিউজ-
http://www.youtube.com/watch?v=9ceU9pv4xkc
http://www.archive.org/download/ta84000/rusea_512kb.mp4

আল জাজিরা'র নিউজ-
http://www.youtube.com/watch?v=SU5Iqo-R-kM&feature=fvsr
http://www.archive.org/download/ta84000/jzera-enteha_512kb.mp4

ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার ভিডিও-
http://www.archive.org/download/ta84000/tfjer_512kb.mp4

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, কিন্তু এর আগে আমার মন চাচ্ছে শাইখ আবু আব্দুল্লাহর ছেলে আব্দুল্লাহ্ সুরীর হত্যার ঘটনাটি বলতে ।

আব্দুল্লাহ্ সুরী আবু ইউসুফ মাতার নামক এক আল কাসসাম নেতার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছিল। সে তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, সে তার জন্যে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেবে। কেননা তিনি হালকা আঘাতে আহত ছিলেন। আর এটি ছিল শনিবার সকালে। সুতরাং আব্দুল্লাহ্ বেরিয়ে গেল। এদিকে আল কাসসাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহর স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে জানিয়েছেন যে, শাইখ আবু আব্দুল্লাহকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে এবং তার ছেলে সুস্থ রয়েছে। এম্বুলেন্স উরুবীর হসপিটালে পৌছার পূর্বে আল কাসসামের একটি গাড়ি এসে তাঁর গতিরোধ করে ও তাঁকে নিচে নামিয়ে ঠান্ডা মাথায় তাঁর হত্যাকার্য সম্পাদন করে। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তারা একমাত্র ইহুদীদেরই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে।

আমি মূল প্রশ্নে ফিরে আসছি: তারা অবশ্যই মুজাহিদদের নির্যাতন করেছে। এমনকি এম্বুলেন্সের ভেতরও তারা মুজাহিদদের প্রহার করেছে এবং তাঁদেরকে কখনও তারা কাফের বলত আবার কখনও বলত খারেজি।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হামাস লোকদেরকে এ বলে উসকানি দিয়ে বেড়াচ্ছে যে, আপনারাই নাকি পূর্ব গাজার আল কাসসাম জিম্মাদার আবু জিবরীল শিমালীকে আগে হত্যা করে এ লড়াইয়ের সূচনা করেছেন। এ কথার যথার্থতা কতটুকু?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ তাদের এ প্রোপাগাণ্ডা সঠিক নয়। আবু জিবরীলকে মসজিদে হত্যা করা হয়নি। এ সংক্রান্ত নেটে একটি আলোকচিত্র রয়েছে, যা তার মৃত্যুর রহস্য পরিষ্কার করে দেয়। তাদের তদন্ত-অনুসন্ধানই এই ধারণা প্রমাণিত করেছে। তাছাড়া তাকে হত্যা করা হয়েছে মসজিদে হামলা শুরু করার একঘন্টারও অধিক সময় পরে এবং তারা ভালভাবেই জানে যে, তাকে কে হত্যা করেছে? সংক্ষেপে এতটুকুই বললাম।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ সরকার ও হামাস বন্দীশালায় মুজাহিদদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে সে সম্বন্ধে কি আপনাদের নিকট কোন তথ্য রয়েছে?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ কারাগারে যুবকদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে তা আমাদেরকে তাঁরা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, প্রথমে তাঁরা যখন কারাগারে প্রবেশ করেছিল তখন প্রায় একমাসের চেয়ে অধিক সময়কাল পর্যন্ত তাঁদের চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। যুবকরা টয়লেটে প্রবেশ করার সময়টুকু ব্যতিত বাকি পূর্ণ রমজান মাস চোখ বাঁধা অবস্থায় কাটিয়েছে। কী আর বলব! তারা যুবকদেরকে কুরআন তেলাওয়াত ও জামাতে নামাজ পড়তেও বাধা দিত, এমনকি রমজান মাসেও এবং সেই সময়টিতে যারা নিজেদের সাথে কুরআন রাখত তাঁদেরকে তারা প্রহার করত ও অপমানিত করত। তেমনিভাবে যারা কারাগারে জামাতে নামাজ পড়ত তাদেরকেও। পুরা রমজান মাসব্যাপী এভাবেই চলেছে। তারা যুবকদের হাত-পা ছড়িয়ে টান করে রাখত, এমনকি কোন কোন যুবককে তারা পঞ্চাশ দিনেরও বেশি সময় হাত-পা ছড়িয়ে টান করে রেখেছে। যেমনিভাবে তারা যুবকদেরকে তিন তিনদিন পরই কেবল এক ঘণ্টার জন্য মাটিতে বা চেয়ারে ঘুমানোর সুযোগ দিত। উপরন্তু প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত তো আছেই। কিছু ভাইদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা নোংরা পদ্ধতি অবলম্বন করত, যেমন নখের ভিতরে তারা সরু খিলাল ঢুকিয়ে দিত।

যুবকদের নিকট কারাগারে উল্লেখযোগ্য কিছু বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। আর তা এই যে, তদন্তকারীরা কতিপয় যুবকদের বলেছে, মসজিদে হামলার সবকটি হামাস মিশরের কাছ থেকে শিখেছে এবং ঘটনার পর তারা তাদের কাছ থেকে একটি ধন্যবাদপত্র পেয়েছে। এবং তাদের কেউ কেউ যুবকদের বলেছে, এই নির্দেশ সরাসরি ইরান থেকে এসেছে। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, তারা যুবকদের মগজ ধোলাই করার জন্য তাদের শাইখদের উপস্থিত করত; কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ তারা তাওহীদের সন্তানদেরকে তাঁদের দ্বীন থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ ও পরাস্ত হয়েছে।

কিছু ভাই কারাগারে চারমাসের বেশি সময় থেকেছে এবং তাদের কেউ কেউ এখনও কারাগারে রয়েছে। বর্তমানে তারা (হামাস সরকার) সার্বক্ষণিকভাবে যুবকদেরকে তলব করে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ করছে ও সালাফী শাইখদেরকে গৃহবন্দী করে রাখছে এবং শাইখদেরকে মানুষদের সামনে কোন ওয়াজ বা দরস প্রদান করতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে জিহাদি সালাফীদের মানহাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চলছে।

যার ফলশ্রুতিতে তারা মুজাহিদিনের তহবিল ও সরঞ্জাম জব্দ করছে, তাঁদের রকেট লঞ্চারকে নজরদারিতে রাখছে এবং তাঁদের প্রতি ও তাঁদের ঘর-বাড়ির প্রতি স্থায়ী নিরীক্ষণ চালাচ্ছে ও তথ্যভিত্তিক যুদ্ধবিগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ সবই মুজাহিদদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরুপ এবং তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-সন্তানাদির জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয় এবং এর জন্য হামাসই একমাত্র দায়ী।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হামাস ও আল কাসসাম সদস্যদের প্রতি আপনার কোন বার্তা রয়েছে কি?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, আমি তাদেরকে বলবঃ মুসলমানদের রক্তের ব্যাপারে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করুন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করুন। আর আল কাসসামের মুখলিছ ভাইদের প্রতি আমি বলবঃ আপনাদের কি এখনো অনুধাবন করার সময় হয়নি যে, আপনারা কিসের জন্য জিহাদ করছেন এবং আপনাদের ফল কারা ভোগ করছে? উহা তো হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যেটিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে একটি কুফরী গণতান্ত্রিক প্রকল্পের জন্য। إنا لله وإنا إليه راجعون

আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাদেরকে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন; আর আপনারা তাঁদেরকে পরিচালিত করছেন আল্লাহর শরিয়ত ভিন্ন অন্য আইন দ্বারা। সুতরাং হে হামাসের সন্তানেরা! আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন? আপনারা কি সেই সময়ের অপেক্ষা করছেন যখন আপনাদেরকে আপনাদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগ্রত করার জন্য আপনাদের নেতৃত্ব ইসরায়েলের হাতে হাত রাখবে? আমাদের দাবি হচ্ছে শরিয়ত; বরঞ্চ প্রতিটি তাওহীদবাদী মুসলিম মুজাহিদেরই দাবি এটা হওয়া উচিত। আমরা ছোট থেকে ছোট ও বড় থেকে বড় প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ তাআ'লার শরিয়তের বিচার কামনা করি। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন-

إن الحكم إلا لله

"বিধান চলবে শুধু আল্লাহর!"

সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন এর বাইরে যে কোন বিচার করবে বা আইন প্রণয়ন করবে সে সকল ওলামায়ে কেরামের সম্মতিক্রমে কাফের। আমরা নিজ থেকে কোন নতুন কথা নিয়ে আসিনি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন এবং নিজেদের দ্বীনের বিষয়াবলী শিক্ষালাভ করুন এবং আপনাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের অজান্তে ইহুদী বা খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হামাস কি নিজ সদস্য ও জনগণের সামনে নিজেদেরকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার জন্য কোন বৈধ যুক্তি দাবী করে থাকে?

ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, তাদের ভাষ্যমতে আমরা বিদ্রোহী, আমরা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছি; এজন্যে তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। আমরা বলি, এটা একটি ডাহা মিথ্যা কথা; কেননা যারা শরিয়তকে সালিস মানে না, শরিয়ত অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তাদের তো কোন বৈধতা-ই নাই। বরং শরিয়তকে বিবর্তন করার কারণে তারা শিরকে লিপ্ত রয়েছে।

আর তর্কের খাতিরে যদি আমরা মেনেও নিই যে, আমরা বিদ্রোহী তাহলে তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন যে, বিদ্রোহীরা কি কাফের নাকি মুসলিম? তাছাড়া ফুকাহায়ে কেরাম বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ

প্রথমতঃ তাদের সাথে আগে যুদ্ধ শুরু করা যাবে না; বরং তারা আগে শুরু করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের দাবী যখন বৈধ-যুক্তিযুক্ত হবে তখন তা অবশ্যই পূরণ করা উচিত। আর আমাদের দাবী বৈধ। আর তা হচ্ছে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা।

তৃতীয়তঃ তাদের নিকট যদি কোন সংশয় থাকে তাহলে তা দূরীভূত করা জরুরী।

চতুর্থতঃ তাদের আহতদের মেরে ফেলা হবে না। অথচ তারা যুবকদের আহত হওয়া ও তাদের কর্তৃক যুবকদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁদেরকে হত্যা করেছে।

পঞ্চমতঃ তাদের পলায়নরতদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। অথচ তারা সকল যুবককেই বন্দি করেছে।

ষষ্ঠতঃ তাদের অস্ত্রশস্ত্র কবজা করা যাবে না। অথচ তারা তা কবজা করেছে; বরং তাদের ঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে।

সপ্তমতঃ তাদের প্রতি এমন মাত্রাতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করা যাবে না, যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। অথচ তারা সেদিন এমন সব অস্ত্রও ব্যবহার করেছে, যা তারা ইহুদীদের ক্ষেত্রে পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। সেদিন তারা ১৩০ টিরও বেশি RPG মিসাইল নিক্ষেপ করেছে, হাজার হাজার বুলেট ছুড়েছে, ছয়টি দোশকা মেশিনগান ব্যবহার করেছে এবং মিনারে একটি 107 রকেট নিক্ষেপণ করেছে ও ব্যারেট M99 এর মত আধুনিক স্নাইপার ব্যবহার করেছে, যা ইহুদীদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়নি। বরঞ্চ তাদের সবচাইতে বিপদজনক ও তিক্তকর বিষয় হচ্ছেঃ তারা ড্রামকে ড্রাম ও টনকে টন বিস্ফোরকদ্রব্য বাড়ির নিচে রেখে বাড়ির লোকদেরকে উড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে তারা প্রায় তিনটি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছে। কী আর বলব! এই অভিযানে তিনটি ব্যাটালিয়ন অংশগ্রহণ করেছে। ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। আমরা যা কিছু বললাম আল্লাহ্ তাআ'লা সে সবগুলোর সাক্ষী।

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হে ভাই আবু সাঈদ! এই চমৎকার সাক্ষাৎকারটি প্রদানের জন্যে আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আমরা আল্লাহ্ তাআ'লার কাছে প্রার্থণা করি যে, তিনি ফিলিস্তিনে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করে দিন ও আপনাদেরকে সাহায্য করুন।

সফর ১৪৩১ হিজরী

শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীন

হামাসের হামলায় বিধ্বস্ত শাইখের বাড়ি ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া মসজিদ

শাহাদাতের আগে ও পরে শাইখ আব্দুল লাতিফ মুসা রহঃ এর দুর্লভ কিছু ছবি।

لا إله إلا الله
الله
رسول
محمد
جند أنصار الله